সংবাদ

তারিখ ... 06 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অতিথিরা

'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা' বিষয়ে

সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলা সাহিত্যের তো বটেই বিশ্ব সাহিত্যের এক অনন্য মহীরুহ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বের দরবারে বাঙালিদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ই করাননি তিনি; বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করেছেন তার অনন্যসব সৃষ্টি দিয়ে। বিশ্ব মানবতায় বিশ্বাসী এই মহামানব বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে যেমন আমৃত্যু কাজ করে গেছেন তেমনই বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য এবং মানুষের মন-মনন ও সুস্থচিন্তা বিকাশের জন্য লিখে গেছেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নতুন সুরে ও বিচিত্র গান, অসাধারণ সব দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সংলগ্ন গভীর জীবনবাদী চিন্তাজাগানিয়া অজস্র লেখনি। পাশাপাশি তিনি চিত্রকলায়ও রেখে গেছেন চির নবীনের ছাপ। আজ ২২ শ্রাবণ; কবিগুরুর ৭৫তম প্রয়াণবার্ষিকী। তার এই প্রয়াণবার্ষিকীকে স্মরণ করে- দেশের উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা বিভাগ) ও ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র)-এর যৌথ আয়োজনে বাংলাদেশ-ভারত-জাপান-চীনের রবীন্দ্র গবেষক, রবীন্দ্রবিষয়ক শিক্ষার্থীদের নিয়ে শুরু হলো দুদিনের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

এই আয়োজনে বাংলাদেশ-ভারত-জাপান-চীনের রবীন্দ্র গবেষকবৃন্দ বলেছেন- 'পৃথিবীর নানা প্রান্তে অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা যখন বিভাজনের বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে, তখন সংকট মোকাবিলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-চিন্তা হতে পারে এক অপরিহার্য হাতিয়ার ও আলোকবর্তিকা

রবীন্দ্রনাথের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

–সংবাদ

রবীন্দ্রস্মরণে : রবীন্দ্র

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জন্য। আজ শনিবার ৭৫তম রবীন্দ্রপ্রয়াণ দিবস। এই উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন। যাতে সম্মেলক কণ্ঠে শুরুতেই গীত হয় 'সমুখে শান্তির পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার'। গান শেষে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সাজেদ আকবর। বলেন, এমন অস্থির সময়ে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আমাদের এ আয়োজন হবে কিনা তা নিয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংশয় দূর করে বলতে চাই, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা আমরা চালিয়ে যাবো। আর এমন আয়োজনে শ্রোতারাই আমাদের মূল শক্তি। সংক্ষিপ্ত কথন শেষে শুরু হয় একক কণ্ঠের পরিবেশনা। আঁখি বৈদ্য গেয়ে শোনান 'তাঁর বিদায়বেলার মালাখানি দেবো', অভীক দেব 'জীবন মরণের সীমানা', অনিরুদ্ধ সেন 'আর রেখো না আঁধারে', তপন সরদার, 'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা', লিটন বৈদ্য 'জড়ায়ে আছে বাধা', কুশল রায় 'বাদল দিনের প্রথম কদম', সাজ্জাদ হোসেন 'তোমার অসীমে প্রাণমন', আঞ্জুমান ফেরদৌসী কাকলী 'আজ কিছুতেই যায় না মনের', সেলিনা পারভেজ 'ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের', সুমাইয়া ইমাম ইমা 'বরিষ ধরা মাঝে', সুমাইয়া ফারাহ খান 'শ্রাবণ তুমি বাতাসে', সীমা সরকার 'যা হারিয়ে যায়', কনক খান 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে' ইত্যাদি।